প্রেমের রিগ্রেশন ইকুয়েশন

উপল ভদ্র

আজ সোমবার। আজ আমার কিছু তাড়া আছে। নটা বেজে গেল, শীতের পথ ভয়ংকর পিচ্ছিল, ৬৮ বছর বয়সে পা পিছলে কোমর ভাঙ্গা আমার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ । বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে সোজা বাস স্টপে দাড়িয়ে আমি নিবারণ চক্রবর্তী, একজন গণিতের শিক্ষক যা ভাবছি তা আদৌ বিজ্ঞান বিষয়ক নয়। আমার কোনো ছাত্র আমাকে দেখে হয়ত ভেবে বসবে আমি স্টুডেন্ট অথবা ফিশারের ক্রাইটেরিয়া জাতীয় জটিল ভাবনায়ই ভাবিত। ৬৮ বছর বয়সে অন্য কিছু ভাববার অধিকার আপাত দৃষ্টিতে আমার নাই। ঠিক নয়। আসলে আছে। আমি ভাবছি আমার একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারগ্র্যাড প্রথম বর্ষের ছাত্রীর কথাই। এ ভাবনা আদৌ গণিত বিষয়ে নয়। আর ঠিক আধ ঘন্টা পর আমার নি:সঙ্গ বাসভূমে যার পদার্পন ঘটবে তার নাম লক্ষী। লক্ষী মেধাবী, তার গণিত বিষয়ে কৌতুহল থাকলেও অতিরিক্ত টিউটোরিয়ালের প্রয়োজন নাই। তার আছে মাথা ঠুকে হৃদয় উপলব্ধি করার প্রবৃত্তি। একবার ফুল ফ্যাক্টোরিয়াল একসপেরিমেন্ট বিষয়ে পড়াচ্ছিলাম, লক্ষী চমৎকার এক প্রশ্ন করে আমাকে বিস্মিত করেছিল। অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন নয় বলেই আমার এই বিস্ময়।

-আজকাল মর্টালিটি, মর্বিডিটি ইত্যাদির অর্থনৈতিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হোচ্ছে, তাহলে কি এই ধরুন কোনো হৃদয় ঘটিত ব্যাপারের রিগ্রেশন ইকুয়েশন লাভ করা সম্ভব? ধরুন টার্গেট ফাংশান প্রেম, আর ইনডিপেন্ডেন্ট ফ্যাক্টর নির্ণীত হল যথাক্রমে বয়স, হৃদয় এবং মেধা। ধরা যাক মাত্র দুটি লেভেলে পর্যবেক্ষন করা হোলো বয়স, হৃদয় এবং মেধার ইন্টার এ্যাকশান। তাহলে কি এমন একটি রিগ্রেশন ইকুয়েশন লাভ করা যেতে পারে যা কি না প্রেডিক্ট করবে প্রেমের উপর বয়স, হৃদয় এবং মেধার প্রভাব বা নির্ভরশীলতা? বয়স, হৃদয় এবং মেধা আলাদা ভাবে প্রেমকে প্রভাবিত করে, আবার এদের নিজেদের ভেতরও আছে কোনো সম্বন্ধ। বয়স, হৃদয় এবং মেধার এই সম্বন্ধ যদি ইন্টার এ্যাকশান হয় তবে এমন একটি রিগ্রেশন ইকুয়েশনের প্রয়োজন পড়ে যা কিনা বলে দিতে পারবে ঠিক কোন বয়সের একজন নারী, ঠিক কতটা হৃদয়বতী এবং মেধাবী হলে জন্ম নেবে সেই কাংখিত প্রেম।

লক্ষীর বয়স আঠারো। চূড়ান্ত হৃদয়বতী। এবং ধীমতী। রেশমী চুল, কপালে একধরনের চৌম্বক ক্ষেত্রের মত ব্যাপার আছে যা দৃষ্টি কেড়ে নেয় জোয়ারের মত ঠিক সেই খানে যেখানে বাঙালী মেয়েরা টিপ পরে, অত:পর ছুড়ে দেয় তার নিজস্ব ইদারার মত চোখের খুব গভীরে, সেখান থেকে মুক্তি পেতে পারে হাতে গোনা দু এক জন হৃদয়হীন পুরুষ। এই আপাত মুক্তির পর উক্ত হৃদয়হীন পুরুষটির দৃষ্টি নির্ঘাত কবলিত হবে লক্ষীর চির বিদ্রোহী স্তনে।

আমার অফিসে সে এসেছে দু একবার ডি ও ই (ডিজাইন অব একসপেরিমেন্ট) কনসাল্ট করতে। দু:খ করে তাকে বলেছিলাম একবার

-প্রেমের মত আরো অনেক কিছুই হতে পারে টার্গেট ফাংশান, যেমন ধরুন নি:সঙ্গতা। লক্ষী, আপনার বয়স আমি ধরে নিচ্ছি আঠারো। আমার বিগত আঠারোটি জন্মদিনের শ্যাম্পেনের গ্লাস আমাকে একাকীই উত্তোলন করতে হয়েছে। আমার মত এরকম অসংখ্য নি:সঙ্গ মানুষ রয়েছে পৃথিবীতে।

আমি কথাগুলো বললাম লক্ষীর চোখে চোখ রেখেই। আমি সেই হাতে গোনা দু এক জন হৃদয়হীন পুরুষদের একজন।

-প্রফেসর, আপনার পরবর্তী জন্মদিন কবে?

- সোমবার। না না আমি নিজের কথা বলছি না। যা বলতে চেয়েছি তা হোলো নি:সঙ্গতার কথা। নি:সঙ্গতা এক চরম সমস্যা এ দেশে।

আমার বিজনেস কার্ডে আমার বাড়ির ফোন নম্বর লেখা আছে। বাড়ির ঠিকানাও আছে।
আমি কি অবচেতন মনে তারই একটি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম লক্ষীর দিকে, মনে পড়ে না।

আজ সোমবার। লক্ষী টেলিফোনে মেসেজ রেখেছে। "হ্যাপী বার্থডে টু য়্যু ডিয়ারেস্ট প্রফেসর! দেখা হবে আজ রাত দশটায়। মনে রাখবেন রাত দশটায় আমি আসছি আপনার বাসায়। বাই ফর নাউ! লক্ষী "
লক্ষী ঠিক দশটায়ই এসেছে। বাদামী রঙের স্কার্ট, মেটে রঙের ব্লাউজ। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি দীর্ঘ মেয়েটির শরীর ছিপছিপে, তবে রোগা নয়। তার পোশাক নির্বাচিত হয়েছে একজন পুরুষের দৃষ্টি দিয়েই। এটাই লক্ষীর বিশেষত্ব । একজন পুরুষের চোখে নিজেকে দেখতে পারার শক্তি নিয়ে খুব কম মেয়েই জন্মায়। আর্শির সামনে দাড়িয়ে যে লক্ষী নিজেকে সাজায় সে একজন পুরুষ, আর প্রতিবিম্বটি নারীদের নারী।
দু একটি শ্যাম্পেনের গ্লাস শেষ হতেই লক্ষী আরো সহজ হয়েছে। পাহাড়ী নদীর মত খিলখিল হাসি ছিটিয়ে বলেছে:
ভাবতেই পারি না আপনি কুমার জীবন যাপন করছেন। আচ্ছা, বলুন তো আপনার জীবনে কি এমন কোনো সাধ আছে যা পূর্ন হয়নি।

- লক্ষী, মনে পড়ে তুমি প্রেমের রিগ্রেশন ইকুয়েশন বের করতে চেয়েছিলে?

-চেয়েছিলাম এখন চাই না, বলুন না আপনার জীবনে কি এমন কোনো সাধ আছে যা পূর্ন হয়নি?
-আছে। আমি সারা জীবন বিছানায় শুয়ে দেখতে চেয়েছিলাম একটি নারীকে প্রতি ভোরে পোশাকাবৃত হোতে, আর প্রতি রাতে পোশাক বিদ্বেষী হোতে। আমার সেই সাধ পূর্ন হয়নি। হবার নয়।

আজ মঙ্গল বার। ভোর সাতটা বাজে ঘড়িতে। আমার বিছানার অদূরে দেয়ালে একটি আর্শি আটকানো। সেখানে মেঝেয় লুটিয়ে আছে বাদামী রঙের স্কার্ট, মেটে রঙের ব্লাউজ, সুনীল অন্তর্বাস। একজন রমনী তুলে নিচ্ছে এক এক করে সেইসব ফ্যাব্রিকস। সেই রমণী লক্ষী এবং লক্ষী না হয়েই সে পারে না।
আমি ডিজাইন ম্যাট্রিকসের (তালিকা) রেসপন্স কলামে একটি সংখ্যা লিখে রাখি। এখনো দশটি ঘর সেখানে খালি।

****

অফিসের অদূরেই একটি কাগজের বাক্সে প্রথম বর্ষের ছেলেমেয়েরা এ্যাসাইনমেন্ট জমা রেখে যায়। আজো জমা হয়ে আছে অনেক এ্যাসাইনমেন্ট। বহন করতে বেশ কষ্ট হয়। খানিকটা তুলে আবারো রেখে দিই। দ্বিতীয় বার চেষ্টা করতে গিয়ে চোখে পড়ে প্রথম বর্ষের এক মেয়ে খাতা হাতে দাড়িয়ে আছে। পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি দীর্ঘ মায়া হাতের খাতাটি বাক্সে ফেলে বলল: এই ভারী বাক্সটি আপনার অফিসে নিতে নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়। প্লিজ এ্যালাউ মি। বাক্সটি দুহাতে বেশ সহজেই বয়ে নিয়ে যাচ্ছে মায়া। কোকড়া চুল নেমে আছে প্রত্যাখানের অযোগ্য তার ভি আকৃতির পিঠের উপর, হৃষ্ট স্পাইন, ছন্দবদ্ধ নিতম্ব, তরবারির মত পদযুগল।

প্রথম এ্যাসাইনমেন্টে মায়া ফেলিং গ্রেড পেয়েছে। মেয়েটি গণিতে বড়ই কাঁচা। দুনিয়াশুদ্ধ মানুষের সবাইকেই গণিতে ভাল হোতে হবে এমন কথা নেই। আমি নিজেই তো সাহিত্যে কাঁচা। এই ৬৮ বছর বয়সেও বুঝতে পারলাম না কবিতা মানুষের কি উপকারে আসে। ঠিকমত একটি প্রেমপত্রও কখনো লিখতে পারিনি জীবনে।

মায়াকে একদিন বলেছিলাম:

-মায়া, নিজেই জানো তুমি গণিতের ব্যাপার স্যাপারগুলো ভালো বোঝো না। আমার মনে হয় তোমার অতিরিক্ত কোচিং দরকার।

-জ্বি, ঠিকই বলেছেন প্রফেসর। তবে...আমার মনে হয় আমাকে একটু বুঝিয়ে দিলে আমি পারব। আমার ইচ্ছা আছে প্রফেসর। আপনি আমাকে সাহায্য করলে আমি ঠিকই পারব। আপনি যা করতে বলবেন আমি তাই করব।

-মঙ্গলবার সন্ধে দশটার দিকে চলে এসো আমার বাসায়।

আমার বিজনেস কার্ডে আমার বাড়ির ফোন নম্বর লেখা আছে। বাড়ির ঠিকানাও আছে।

আমি তারই একটি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম মায়ার দিকে।

আমি যা বলেছি মায়া তার সবই করেছে, আমি যা চেয়েছি মায়া তার সবই দিয়েছে। সে আমার বাসভূমি ত্যাগ করেছে বুধবার সকালে এবং খুবই আনন্দ চিত্তে। বুধবার সকালে আমি ডিজাইন ম্যাট্রিকসের রেসপন্স কলামে আরো একটি সংখ্যা লিখে রাখি। এখনো নয়টি ঘর সেখানে খালি।

****

অফিসের অদূরেই একটি কাগজের বাক্সে প্রথম বর্ষের ছেলেমেয়েরা এ্যাসাইনমেন্ট জমা রেখে যায়। আজো জমা হয়ে আছে অনেক এ্যাসাইনমেন্ট। বহন করতে বেশ কষ্ট হয়। খানিকটা তুলে আবারো রেখে দিই। দ্বিতীয় বার চেষ্টা করতে গিয়ে চোখে পড়ে প্রথম বর্ষের এক মেয়ে খাতা হাতে দাড়িয়ে আছে। সাড়ে পাঁচ ফুট দীর্ঘ দ্বীপী হাতের খাতাটি বাক্সে ফেলে বলল: এই ভারী বাক্সটি আপনার অফিসে পৌঁছে দেয়ার জন্য আপনার উচিত আপনার সেক্রেটারীকে অনুরোধ করা।

-ভাবছি তাই করব।

আঠারো বছর হবে বোধ করি দ্বীপীর বয়স। অসম্ভব সুন্দরী। ফ্ললেস। নিখুঁত। শিল্পীর হাতে আঁকা ছবির মত। চুল, চোখ, নাক, ঠোঁট, মুখ, স্তন, কোমর, নিতম্ব, উরু, এমনকি মস্তিস্ক। দ্বীপীর যা নাই তা হৃদয়। দ্বীপী সুন্দরী, তাই সে লোভনীয়। দ্বীপী মেধাবী, তাই সে দুর্লভ। দ্বীপী হৃদয়হীনা, তাই সে বিপজ্জনক। তাই সে একজন ৬৮ বছর বয়সের শিক্ষকের খাতার ভারী বাক্সটি নিজের হাতে তুলে সাহায্য করার বদলে সেক্রেটারীকে অনুরোধ করার কথাটি বলতে পেরেছে। তাই সে ডিজাইন ম্যাট্রিকসের রেসপন্স কলামের একটি ঘরে অংশ গ্রহন করার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

প্রথম বর্ষের গ্রেডিং শেষ। ফাইনাল গ্রেড জমা দিয়েছি। লক্ষী সর্বোচ্চ নম্বর এবং মায়া পাস মার্ক পেয়েছে। এ্যাসাইনমেন্ট, মিড টার্ম, এমন কি ফাইনাল পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েও দ্বিপী পাস মার্ক পায়নি। প্রজেক্টে ফেল করেছে। দ্বিপী আমার সংগে এ ব্যাপারে আলাপ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি। সে কমপ্লেন ফাইল করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিমত গণিত বিভাগের সব শিক্ষককে অনুরোধ করা হয়েছে দ্বিপীর প্রজেক্ট পুনর্মূল্যায়ন বিষয়ে। দু:ক্ষের ব্যাপার কোন শিক্ষকই রাজী হননি নিবারন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ফাইল করা কমপ্লেন রিএ্যাসেস করতে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষকই নিবারন চক্রবর্তীকে সমীহ এবং শ্রদ্ধা করে থাকেন। দ্বিপীকে সাজেশন দেয়া হয়েছে প্রফেসরের সংগে কথা বলতে। দ্বিপী কথা বলেছে।

- প্রফেসর চক্রবর্তী, হোয়াট ডু য়্যু ওয়ান্ট?

- ইয়োরসেলফ।
- হোয়েন, হয়্যার এ্যানড ফর হাউ মাচ?
- ওয়েনসডে ইন দি ইভনিং এ্যাট টেন, ইন মাই রেসিডেনস, ফর ফুল মার্কস।

আমার বিজনেস কার্ডে আমার বাড়ির ফোন নম্বর লেখা আছে। বাড়ির ঠিকানা ও আছে। আমি সচেতন মনে তারই একটি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম দ্বীপীর দিকে।

বৃহস্পতিবার সকালে আমি ডিজাইন ম্যাট্রিকসের রেসপন্স কলামে আরো একটি সংখ্যা লিখে রাখি। এখনো আটটি ঘর সেখানে খালি।

****

অফিসে বসে আছি। আজ সেরকম কিছু করার নেই। সুবর্ণা আমাদের সেক্রেটারী। ফোন করে আমার অফিসে আসতে অনুরোধ করলাম। সুবর্ণার বয়স লক্ষী, মায়া এবং দ্বিপীর মত অঠেরোর কাছাকাছিই হবে। সব সেক্রেটারীই সুন্দরী, তবে সব সুন্দরীই সেক্রেটারী নয়। ক্ষার এবং ক্ষারকের মত ব্যাপারটা। এরকম কিছুই কি মনে আসে না সুবর্ণাকে দেখলে? আসে।

সুবর্ণা সুন্দরী হলেও, আঠেরো বছরের শরীরধারিনী হলেও, হৃদয় এবং মেধা হতে বঞ্চিত। এবং সে কারণেই স্বার্থপর। আর স্বার্থপর বলেই সহজলভ্য।

-সুবর্না কেমন আছো?

- ভালো নেই, প্রফেসর। এক বছর কাজ করছি প্রোমোশনের নাম গন্ধও নেই।
- তুমি সত্যিই একটা প্রোমোশন চাও না কি?
- কেন চাইব না?
- আর কি চাও?

সুবর্ণা একটু অবাক হয় সম্ভবত আমার রহস্যময় বাক্যালাপে। আমাকে সে একজন গম্ভীর অধ্যাপক হিসাবেই দেখেছে সব সময়। সামলে নেয় পরিস্থিতি খুব দ্রুতই সম্ভবত শক্তির জোরেই। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে সে কিছুক্ষন তাকিয়ে দেখল আমার মুখের দিকে। আমি হেসে বলি: যা দেখছ, যা শুনছ তাই সত্যি। ওয়ান্ট টু হ্যাভ ফান?

- য়্যু মিন সেকস?
- হ্যা, যা শুনছ তাই সত্যি।

সুবর্ণা আমার গা ঘেঁষে দাড়ায়। নাতিদীর্ঘ একটি বৃত্তের মত ঘুরে নিজেকে ডেমনস্ট্রেট করে। খুব বেশি বাড়াবাড়ি হবার আগেই আমি বলি বৃহস্পতিবার। রাত দশটা। আমার বিজনেস কার্ডে আমার বাড়ির ফোন নম্বর লেখা আছে। বাড়ির ঠিকানা ও আছে। আমি তারই একটি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম সুবর্ণার দিকে।

শুক্রবার সকালে আমি ডিজাইন ম্যাট্রিকসের রেসপন্স কলামে আরো একটি সংখ্যা লিখে রাখি। এখনো সাতটি ঘর সেখানে খালি।

****

আজ সোমবার। আজ আমার কোথাও তাড়া নেই। সবে রাত নটা বাজল, শীতের ঘরে শুধু আলসেমী ভর করে থাকে, ৬৮ বছর বয়সে দৌড়ঝাপ স্তিমিত হয়ে আসে । বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসতে আজ সকালে দেখা হয়েছিল অধ্যাপক ক্ষনা রায়ের সাথে। এত বছরের চেনা ক্ষনা রায়কে আজ অন্য রকম লাগছিল। এতবছর ক্ষনা রায়কে আমি হয়তো এই চোখে দেখিনি। আজ প্রথম দেখলাম। অন্য এক

সোমবারে যেভাবে দেখেছিলাম লক্ষীকে। ক্ষনা রায় একজন গণিতের শিক্ষক। ৬৮ বছর বয়স হবে। শরীরের ত্বক মসৃণ নয়, চূড়ান্ত হৃদয়বতী। এবং ধীমতী। চুলে রেশমীয়তা নেই, কপালে নেই কোনোই চৌম্বক ক্ষেত্রের ব্যাপার, চোখে নেই ম্যাজিক, স্তনে ভাটির স্তিমিততা। লক্ষীর যা ছিল তা না থেকেও ক্ষনা রায় একজন নারী যে আকর্ষনক্ষম এবং যার ভেতর আছে নারীত্ব, পৃথিবীর সব নারীর মধ্যেই নারীত্ব থাকলে আমরা পুরুষেরা এই নারীত্ব খুঁজে ফিরতাম না অবিরাম। লক্ষীর যা নেই, আর ক্ষনার যা আছে তা হোলো অভিজ্ঞতা। আর অভিজ্ঞতাই রচনা করেছে ব্যক্তিত্ব। ক্ষনা রায়ের মত একটি ব্যক্তিত্ব। আজ সন্ধ্যায় আমার কোনো ক্লাস নেই, সকালে ছিল। ক্ষনারও তাই।

-ক্ষনা কেমন আছো?

- আমরা ভালো আছি, তুমি?

এই "আমরা ভালো আছি, তুমি"র ভেতর ক্ষনার একটি কটাক্ষ আছে। তা থাকুক। ক্ষনা সেইসব অহংকারী নারীদের একজন যারা ইতিমধ্যে নানী দাদী হয়েছে, আমি নিবারণ চক্রবর্তী কিছুই হইনি। আমার কিছু হওয়ার নাই। সেজন্যই শিক্ষক হয়েছি। তাও আবার গণিতের। আমি প্রসঙ্গান্তরিত হই।

-ক্ষনা তোমাকে দেখে আজ আমি খুব সমস্যা বোধ করছি।

-কি সমস্যা?

- তুমি তো জানোই আমি খুব কথা বলতে পারি। তোমাকে দেখার পর আজ পারছি না। পারছি না কেন ক্ষনা? এটা কি বার্ধক্য?
- তো মতলবটা কি বলে ফেল সরাসরি। তাছাড়া ভালোই পারছ কথা বলতে।

এই মুহুর্তে যা বলতে পারছি তা হোলো, ক্ষনা তোমার বয়স ১৮। তোমাকে আজ ভয়ংকর সুন্দরী লাগছে।

- মেন্টাল ডিসঅর্ডার।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে হাজার হাজার মানুষের ভেতর আমি ক্ষনা রায়কে জড়িয়ে ধরি, চুম্বন বিদ্ধ করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউই তা লক্ষ্য করে না। লক্ষীর সাথে এরকম দৃশ্য হলে তা সবাই লক্ষ্য করত।

ক্ষনা রায় আমার বাসায় এসেছে। সারাদিন থেকেছে। দিয়েছে এবং নিয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায়
আমি ডিজাইন ম্যাট্রিকসের রেসপন্স কলামে একটি সংখ্যা লিখে রাখি। এখনো ছয়টি ঘর সেখানে খালি।
****

অফিসে আসি খুব ভোরে। মাঝে মধ্যে আমার বাসায় থাকতে ইচ্ছা করে না। কাজ না থাকলেও অফিসে চলে আসি। য়্যুনিভার্সিটি জ্যানিটরের কাছে সব অফিসের চাবিই থাকে। যে নারীটি আমাদের অফিসের জ্যানিটরের কাজ করে তার নাম তাপসী। আমারই সমবয়সী হবে। চাবি দিয়ে দরজা খুলেই তাপসী ঘরে ঢুকেছে। এই সাত সকালে আমাকে দেখে একটু বিস্মিত। খুব যত্ন করে ব্রুম এবং মপ করছে তাপসী। এই যত্নের মাত্রা দেখে বোঝা যায় সে হৃদয়বতী। একজন বৃদ্ধ শিক্ষকের প্রতি মায়া মমতার মত কিছু ব্যাপার আছে তার এই শ্রমের ভেতর। সে সুন্দরী নয়, আবার অসুন্দরীও নয়। সে যুবতী নয়, বরং বৃদ্ধাই। সে শিক্ষিত নয়, বরং অশিক্ষিতই। সেজন্যই তাকে আজ এই বয়সে জ্যানিটরের কাজ করতে হচ্ছে। তার সাথে কথা বলে আনন্দ পাবার কিছু নেই। তার ভেতরকার মায়া মমতার এবং বয়সজনীত জীবনের অভিজ্ঞতাই প্রেমের ধারক বাহক হতে পারে অনায়াসে।

একটি একসপেরিমেন্টের প্রয়োজনে লক্ষী আমাকে লক্ষীছাড়া করেছে। আমি অফিস ঘরের দরজা লক করে দিই। ব্লাইন্ড টেনে দিই নীচে। তাপসীর শরীরে হাত রাখি। সে বিস্মিত নয়নে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে।

- প্রফেসর এই য়্যুনিভার্সিটিতে যে কোনো যুবতী মেয়েই আপনার সাথে শুতে রাজী হবে। তাহলে আমাকে কেন?
- তোমার মধ্যে এমন কিছু আছে যা অন্য কোনো নারীর মধ্যে নাই। আটজন বিভিন্ন বিশেষত্বের নারীর মধ্যে তুমি একজন বিশেষ নারী।

আমার অফিস ডেস্কে নগ্ন তাপসী বিড়বিড়িয়ে বলে এ্যাতো লেখা পড়া করে তোমার মাথা বিগড়েছে। বলি কি একবার মাথার ডাক্তার দেখাও।

আজ মঙ্গল বার আমি ডিজাইন ম্যাট্রিকসের রেসপন্স কলামে আরো একটি সংখ্যা লিখে রাখি। এখনো পাঁচটি ঘর সেখানে খালি।

****

আজ বুধবার। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসতে আজ সকালে দেখা হয়েছিল অধ্যাপক রজনী রায়ের সাথে। এত বছরের চেনা রজনী রায়কে আজ অন্য রকম লাগছিল। এতবছর রজনী রায়কে আমি হয়তো এই চোখে দেখিনি। আজ প্রথম দেখলাম। যেভাবে দেখেছিলাম দ্বীপীকে। রজনী রায় একজন গণিতের শিক্ষক। ৬৮ বছর বয়স হবে। অসম্ভব সুন্দরী নয়। ফ্ললেস নয়। নিখুঁত নয়। শিল্পীর হাতে আঁকা ছবির মত নয়। চুল, চোখ, নাক, ঠোঁট, মুখ, স্তন, কোমর, নিতম্ব, উরু দ্বীপীর মত নয় তবে সুন্দর। রজনীর হাঁটা চলা বসা দ্বীপীর চেয়ে সুন্দর। কারণ অভিজ্ঞতা। রজনীর যা নাই তা হৃদয়। রজনী ৬৮ বছর বয়সেও সুন্দরী, তাই সে লোভনীয়। রজনী মেধাবী, তাই সে দুর্লভ। রজনী হৃদয়হীনা, তাই সে বিপজ্জনক। তাই সে একজন সমবয়সী কলিগের আমন্ত্রন উপেক্ষা করতে পারে। তাই সে ডিজাইন ম্যাট্রিকসের রেসপন্স কলামের একটি ঘরে অংশ গ্রহন করার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

দ্বীপীর যা ছিল তা না থেকেও রজনী রায় একজন নারী যে আকর্ষনক্ষম। দ্বীপীর যা নেই, আর রজনীর যা আছে তা হোলো অভিজ্ঞতা। আর অভিজ্ঞতাই সৃষ্টি করেছে একজন পারদর্শী খেলোয়ার। রজনী রায়ের মত একটি খেলোয়ার। একজন এরিক বার্ণ লিখেছিলেন একটি বই: গেমস পীপল প্লে।

আজ সন্ধ্যায় আমার কোনো ক্লাস নেই, সকালে ছিল। রজনীরও তাই।

-রজনী কেমন আছো?

- ভালো আছি, যা শুনছি তা কি ভাল?

এই "যা শুনছি তা কি ভাল" রজনীর একটি চাল। সে কিছুই শোনেনি। এ জাতীয় কথা শুনলে মানুষ ধরা পড়ে যাওয়া চোরের মত কিছু বলে ফেলে। আর তা থেকে বাকী টুকু অনুমান করে সাজিয়ে নিখুঁত বলা যায় এই "যা শুনছি তা কি ভাল"র বিশদ বর্ণনা। রজনী খেলতে ভালবাসে। সে একটি চমকপ্রদ খেলার জন্য উদগ্রীব। মাইন্ড গেমস।

-কাগজে পড়ছি, চীন দেশে না কি এইডস মহামারীর রূপ নিতে যাচ্ছে।

এই কথাটুকু বলে রজনী রায় আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে পুলিশের মত। আমার চোখে মনের কোনো ছায়া পড়ে না আজকাল। চোখ থেকে মনকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখার দরকার পড়ে মানুষের। এই অসহজ কাজটির জন্য প্রয়োজন অনুশীলন এবং অভিজ্ঞতা। রজনী রায় সেরকম কিছুই দেখতে পায় না যেরকমটি সে দেখতে চেয়েছিল। রজনী রায় সেরকম কিছুই দেখতে পায় যেরকমটি নিবারণ চক্রবর্তী চেয়েছিল রজনী দেখুক। কামনা বাসনার মত এক দারুণ রঙধনু।

-এইডস বলে আসলে কিছু নেই। এইডস একটি কল্পিত এবং পরিকল্পিত রোগের নাম, শিশুদের কাছে যেমন জুজুবুড়ি।

প্রফেসর রজনী রায়ের কি অন্য কোথাও যাওয়ার ছিল আজ বুধবার, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে? সম্মোহিতের মত সে যেখানে গিয়েছে তা নিবারণ চক্রবর্তীর শোবার ঘর। ভূমির সমান্তরালে রজনীর শরীর এবং চোখে চোখ রেখে আমি বলেছি, গেমস পীপল প্লে, আমার খেলা এখানেই সাঙ্গ হয়েছে।

আমি ডিজাইন ম্যাট্রিকসের রেসপন্স কলামে একটি সংখ্যা লিখে রাখি। এখনো চারটি ঘর সেখানে খালি।

দোলন নামের এক রমনী আমার গৃহপরিচারিকা। তার বয়সও ঠিক ৬৮। তাপসীর মত আবার তাপসীর মত নয়ও এমন একজন নারী। তাপসীর মায়া মমতা দোলনের মধ্যে নেই। সুবর্ণার মত বয়সও নেই দোলনের। সুবর্ণা এবং দোলনের মিল টুকু স্বার্থপরতায়। আর স্বার্থপর বলেই দোলনও সহজলভ্য।

ঘুম ভেঙ্গে গেলেও বিছানা থেকে অনেকক্ষণ উঠতে ইচ্ছা করে না। শুয়ে থাকি। দোলন ঘর মুছছে কুঁজো হয়ে। আমার খাটের তলায় মেঝে মুছছে। আমার হাতের ঠিক কাছেই তার উদ্যত নিতম্ব। সেখানে হাত রাখতেই চনচনিয়ে ওঠে দোলন। সোজা হয়ে দাড়ায় এবার হাতে মপের লাঠি নিয়ে।

-ঘরটা গরুর গোয়াল করে রাখবে, আমি প্রতিদিন তা পরিস্কার করব। নামমাত্র বেতন দিচ্ছ তার জন্য। তার উপর আবার মিনসের মেয়েমানুষের সখ। এ্যাতো সখই যখন, তবে বিয়ে শাদী করোনি কেন জীবনে?

সামান্য নেগোসিয়েশনে মিটমাট হয়েছে ব্যাপারটি।

আজ শুক্রবার সকালে আমি ডিজাইন ম্যাট্রিকসের রেসপন্স কলামে আরো একটি সংখ্যা লিখে রাখি। $২^{৩}$ জাতীয় পূর্ণ ফ্যাক্টোরিয়াল একসপেরিমেন্টের জন্য প্রয়োজন আটটি রান। তা সমাপ্ত হয়েছে। বাকী থাকছে স্টুডেন্ট এবং ফিশারের ক্রাইটেরিয়া। সেজন্য দরকার একটি জিরো লেভেল। একটি মিড পয়েন্ট। একজন সাধারন নারী, যার বয়স হবে ১৮ এবং ৬৮র এ্যাভারেজ, যে চরম হৃদয়বতী এবং চরম হৃদয়হীনার ঠিক মাঝামাঝি, যে হবে ঠিক মাঝারি মেধার। সেই একজন বিশেষ নারীর থাকবে অন্তত পক্ষে তিনটি রান। একজন নারীর তিনটি রেসপন্স ভ্যালু। তাদের ভ্যারিয়েশনই মূলত নির্ণয় করবে পূর্ববর্তী আটটি রানের রিগ্রেশন কোয়েফিশিয়েন্ট, এবং এই একসপেরিমেন্টটির এ্যাডিকোয়েসী। লব্ধ হবে কাংখিত রিগ্রেশন ইকুয়েশন।

পরিণীতার বয়স ৪৩। কনকর্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীয়ান। একটি সবুজ রেশমী পোশাক, বনলতা সেন টাইপ চোখ এবং ভারতীয় সফিস্টিকেশন আমাকে আমার অস্তিত্ব থেকে এতই দূরে নিক্ষেপ করেছিল যে পরিণীতা কাছে এসে যখন জিজ্ঞাস্য নেত্রে আমার দিকে তাকিয়েছিল, সাধারন কথা বলতেও ধারনাতীত কষ্ট হচ্ছিল আমার মত সংলাপ দক্ষ পুরুষের। আমি কি ভেবেছিলাম, আগামী তিনদিন পর আমার বাসভবনে তৃতীয় ভিজিট শেষে বাড়ি ফেরার সময়ে পরিণীতা বলবে: “কে জানত কখনো ভালোবাসতে হবে দুজন পুরুষকে?”

আমার একসপেরিমেন্ট শেষ হয়েছে। এ্যানালিসিস অব ভ্যারিয়ান্স টেবিল পূর্ণ হয়েছে। রিগ্রেশন ইকুয়েশন নির্ণীত হয়েছে। কনকর্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরীটি ছেড়ে দেয়ার কাজটিও করা হয়েছে। এই একসপেরিমেন্টের ফলাফল নিম্নে বর্ণীত চিঠিতে লিপিবদ্ধ করে আমি নিবারণ চক্রবর্তী আমার জীবনের একমাত্র এবং সর্বশেষ একসপেরিমেন্টটির সমাপ্তি টানছি।

প্রিয় লক্ষী,

ভালোবাসা জেনো। এতদিনে প্রেমের রিগ্রেশন ইকুয়েশনটি লব্ধ হয়েছে। সমীকরনটি দেখে তুমি বুঝতে পারবে এক সোমবার রাতে কাংখিত প্রেমটি জন্ম নিয়েছিল। সেই প্রেমের মেয়েটি ছিলে তুমিই লক্ষী। ন্যুমেরিক্যাল অপটিমাইজেশনও তাই বলছে। ভারত বর্ষের এক লেখক লিখেছিলেন “বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, ইহা দূরেও ঠেলিয়া দেয়।” আমি সব কিছু বিচার করেই কনকর্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরীটি ছেড়ে দিয়েছি।

এই জীবনে আর কোনো একসপেরিমেন্টে জড়ানোর সাধ নাই। আমার বাড়িটিও বিক্রি করে দিয়েছি। তোমার মনে যাতে কোনো প্রভাব না পড়ে তাই অতলান্তিক সাগর ত্যাগ করে এপারে ভিড়েছি।
আমি ভালো নেই। ভালো থাকা আদৌ সম্ভব নয়। আমি যেভাবে আছি সেভাবেই থাকতে চাই।
তুমি ভালো থেকো। জীবনে কখনো প্রেম পত্র লিখিনি। এটাও সেরকম প্রেম পত্র হোলো না।
বিনীত
নিবারণ চক্রবর্তী

প্রেম =৭.৮+০.৫Xহৃদয় -০.০৭Xবয়স +০.৯Xমেধা -০.০০০৫Xহৃদয় Xবয়স -০.০৪৫Xহৃদয় Xমেধা+০.০০০৫Xবয়স Xমেধা +০.০০২৫Xহৃদয় Xবয়সXমেধা

	ফ্যাক্টর ১	ফ্যাক্টর ২	ফ্যাক্টর ৩	রেসপন্স
নাম	হৃদয়	বয়স (বছর)	মেধা	প্রেম
সুবর্ণা	সর্বনিম্ন	১৮	সর্বনিম্ন	৫
মায়া	সর্বোচ্চ	১৮	সর্বনিম্ন	৬
দোলন	সর্বনিম্ন	৬৮	সর্বনিম্ন	১.৫
তাপসী	সর্বোচ্চ	৬৮	সর্বনিম্ন	২.২
দ্বীপী	সর্বনিম্ন	১৮	সর্বোচ্চ	৭
লক্ষী	সর্বোচ্চ	১৮	সর্বোচ্চ	৮
রজনী	সর্বনিম্ন	৬৮	সর্বোচ্চ	৩.৩
ক্ষণা	সর্বোচ্চ	৬৮	সর্বোচ্চ	৪.৫
পরিণীতা	মধ্যম	৪৩	মধ্যম	৪.৫
পরিণীতা	মধ্যম	৪৩	মধ্যম	৫
পরিণীতা	মধ্যম	৪৩	মধ্যম	৫.৫